



156077 - আল্লাহ্ কী আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে কথা বলছেন?

প্রশ্ন

আল্লাহ্ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে কথা বলার সপক্ষে কী দলিল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সম্মানতি রাসূলগণরে কাছে ওহী পাঠানোর পদ্ধতিসম্পর্কে জানিয়েছেন। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে আড়াল থেকে কথা বলা। তিনি বলেন: “আর কোনও মানুষরে এমন মর্যাদা নই য়ে, আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবনে; তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পরদার আড়াল থেকে বলবনে; অথবা তিনি কোন রাসূল পাঠান, য়ে তাঁর অনুমতক্রমে তিনি যা চান তা পৌঁছে দেয়। নশ্চয়ই তিনি সুউচ্চ, প্রজ্জ্ঞময়।” [সূরা শুরা, আয়াত: ৫১]

তিনি আরও বলেন: “এই রাসূলদরেই কতককে কতকরে ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি। তাদরে মধ্যে কটে আছে যার সাথে আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলছেন, আবার কতককে অনকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৩]

আল্লাহ্ য়ে য়ে রাসূলরে সাথে সরাসরি কথা বলছেন তাঁদরে মধ্যে রয়েছে:

১। আদম আলাইহিসি সালাম।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আদম কী নবী ছিলনে? তিনি বললনে: হ্যাঁ; তাঁর সাথে (আল্লাহ্) কথা বলছেন। লোকটি বলল: তাঁর মাঝে ও নূহ আলাইহিসি সালামরে মাঝে কত সময়? তিনি বললনে: বশি শতাব্দী। [সহি ইবনে হিব্বান (১৪/৬৯), মুহাক্ককি শূআইব আল-আরনাউত হাদসিটকি সহি বলছেন]

২। মুসা আলাইহিসি সালাম।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আল্লাহ্ মুসার সাথে (সরাসরি) কথা বলছেন।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৪] তিনি আরও বলেন: “আর মুসা যখন আমাদরে নির্ধারতি সময়ে উপস্থতি হলনে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৩] তিনি আরও বলেন: “তিনি বললনে: হে মুসা! আমি আপনাকে আমার রসিলাত ও কথা দিয়ে মানুষরে উপর মনোনীত করছি।” [সূরা



আরাফ, আয়াত: ১৪৪]

৩। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম:

আল্লাহর সাথে তাঁর সরাসরি কথা বলা তাঁর উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ (মরোজ)-এর রাত্রে সাব্যস্ত। সে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে এসেছে: আমি ফরিে এলাম এবং মুসা আলাইহিসি সালামকে অতিক্রম করে যাচ্ছলাম। তিনি বললেন: আপনাকে কী আদেশে করা হয়েছে? তিনি বললেন: আমাকে প্রতিদিন পঁচাত্তর ওয়াক্ত নামায়ের আদেশে করা হয়েছে। তিনি বললেন: নিশ্চয় আপনার উম্মত প্রতিদিন পঁচাত্তর ওয়াক্ত নামায় পড়তে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আপনার পূর্বে মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের পছন্দে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করছি। আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফরিে যান এবং তাঁর কাছে আপনার উম্মতের জন্য সহজায়ন প্রার্থনা করুন। তখন আমি ফরিে গেলোম এবং তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দলিনে। এরপর আমি মুসা আলাইহিসি সালামের কাছে ফরতে আসলাম। তিনি আগের মত আবার বললেন...আপনার প্রভুর কাছে ফরিে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজায়ন প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে লজ্জায় পড়ে গেছি। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট ও মনে নিয়ে নিচ্ছি।[সহি বুখারী (৩৬৭৪) ও সহি মুসলিম (১৬২)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মরাজের রাত্রিতে কোন মাধ্যম ছাড়া কথা বলার সপক্ষে যে সব দলিল পশে করা হয় তার মধ্যে এটি সর্বাধিক শক্তিশালী।[ফাতহুল বারী (৭/২১৬)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

“তাদের মধ্যে কেটে আছে যার সাথে আল্লাহ (সরাসরি) কথা বলছেন: অর্থাৎ মুসা আলাইহিসি সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অনুরূপভাবে আদম আলাইহিসি সালাম; যমেনটি আবু যার (রাঃ) থেকে সহি ইবনে হিব্বান বর্ণিত হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

“আবার কতককে অনেকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন”: যমেনটি মরাজের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানসমূহে নবীদেরকে আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদার তারতম্যেরে ভিত্তিতে দেখেছেন।[তাফসিরে ইবনে কাছরি (১/৬৭০)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) আবু যার (রাঃ) এর যে হাদিসেরে দকিই উদ্ধৃতি করছেন সেটি ‘সহি ইবনে হিব্বান’-এ (২/৭৬) রয়েছে।

শাইখ শূআইব আল-আরনাউত সে হাদিসটি সম্পর্কে বলেন: এর সনদ খুবই দুর্বল।[সমাপ্ত]



আবু উমামা (রাঃ) এর পূর্ববক্ত হাদিস এই হাদিসের প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে।

দুই:

মুসা আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে ‘কালমিল্লাহ্’ (আল্লাহর কথক) বলার কারণ:

শাইখ আব্দুর রহমান আল-মাহমুদ (হাফিঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা সত্ত্বেও মুসা আলাইহিস সালামকে ‘কালমিল্লাহ্’ (আল্লাহর কথক) নামে অভিহিত করার কারণ সম্ভবতঃ এটা যে, (সঠিকি জ্ঞান আল্লাহর কাছে): আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে পৃথিবীতে কথা বলছেন এবং তখন মুসা আলাইহিস সালাম মানব প্রকৃতির উপরে ছিলেন। পক্ষান্তরে, আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন; তখন আদম আসমানে ছিলেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন; কিন্তু তখন তিনি তার দহে ও রূহসমতে উর্ধ্বাকাশে (মরীজতে) গমন করছেন। আর মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন তখন মুসা ভূপৃষ্ঠে ছিলেন। এটি মুসা আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব। তাঁর প্রতিও আমাদের নবীর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

[তাইসরি লুমআতলি ইতকাদ (পৃষ্ঠা-১৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।